[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অভিযানে ৯ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের তিন থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৯ আসামি গ্রেফতার করেছে।

গতকাল বুধবার (৩ মে) দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ ২ আসামি, গাংনী থানা পুলিশ ৩ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ আসামি রয়েছে। এরা সবাই আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানাভূক্ত জিআর ও সিআর মামলা ও নিয়মিত মামলার আসামি।

পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলমের নির্দেশে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিম টিম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (৪ মে) সকালের দিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় অপহরণ মামলার আসামি ইমরান গ্রেফতার

দামুড়হুদায় ১৪ বছরের নাবালিকা মেয়ে অপহরণ মামলার আসামিকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে আসামির নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত হলেন উপজেলার দুলালনগর গ্রামের চাল্লিশ খাঁর ছেলে ইমরান আলী খাঁ (২০)।

এজাহার সুত্রে জানাগেছে, উপজেলার নাটুদাহ ইউনিয়নের বোয়ালমারী গ্রামের বাকের আলী’র ৭ম শ্রেণির ছাত্রী নাবালিকা মেয়েকে দীর্ঘদিন ধরে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল ইমরান। প্রস্তাবে রাজি না হওয়ার কারণে গত ১৭-০২-২০২৩ ইং তারিখে রোজ শুক্রবার রাতে আগে থেকেই বাড়ির পাশে লুকিয়ে ছিল ইমরান। রাত সাড়ে ১১টার দিকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে বেরোলে জোরপূর্বক তাকে অপহরণ করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানায় ওই অপহরণ মামলার জের ধরে পুলিশ অফিসার এসআই মঞ্জুরুল হক সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গতকাল সকালে আসামিকে তার নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। সেই সঙ্গে নাবালিকা মেয়েকেও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষক জগত আলী হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত গাফ্ফার বিশ্বাস(৫০)কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শনিবার(২১ জানুয়ারী) ভোরে উপজেলার হেমায়েতপুর বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত গাফফার বিশ্বাস গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামের মৃত আব্দুল রহমানের ছেলে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই রাজ্জাক জানান, দীর্ঘদিন ধরে জগত আলী ও গাফফার বিশ্বাস এর মধ্যে জমি জায়গা সংক্রান্ত বিরোধ চলে আসছিল।গত বছরের ৩০ অক্টোবর ফজরের নামাজ শেষে জগত আলী তার জমিতে কৃষি কাজের জন্য যান। সুযোগ বুঝে গাফ্ফার বিশ্বাস নিড়ানি(কৃষি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র) দিয়া আঘাত করে। এ সময় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জগত আলীর। পরের স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল

হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করে।

সে সময় পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জগত আলীর মৃত্যু হয়। ময়না তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার পর হত্যাকাণ্ডের তথ্য নিশ্চিত হয় পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই গাফ্ফার বিশ্বাস পলাতক ছিল।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান,জগত আলীর স্ত্রী হালিমা খাতুন পরদিন গাংনী থানায় বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ৩-৪ জন নামে একটি হত্যা মামলার দায়ের করেন।যার মামলা নং-২,তারিখ-০১-১১-২২।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৮ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

রবিবার সন্ধা থেকে আজ সোমবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছয় মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গোভীপুর গ্রামের এনামুল হকের ছেলে তাজিবুর রহমান।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ৩ জন এরা হলো বামনপাড়া গ্রামের মীর হারুনের ছেলে মীর বাপ্পি (২৬), পৌর কলেজ পাড়ার মৃত আবুল কাশেমের ছেলে লালন শেখ, ফৌজদারী পাড়ার শিহাবের ছেলে স্বাধীন।

এছাড়াও সিআর মামলায় দুইজন মহিলাসহ ৪ জন আসামি এরা হলেন সুবিদপুর শিশির পাড়া মালার স্ত্রী মোছা: শ্যামলী খাতুন,ঝাউবাড়ীয়া স্কুলপাড়ার শহিদুল ইসলামের স্ত্রী বুলবুলি খাতুন,আমদাহ গ্রামের ছাকু মন্ডলের ছেলে মো: আজাদ, মেহেরপুর র্কোটপাড়ার হয়রত আলীর ছেলে মো: সোহেল কে গ্রেফতার করেছে সদর থানা পুলিশ।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম নির্দেশে এসআই সঞ্জিব,এএস আই শাকিলসহ পুলিশের একাধিক টিম অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ সোমবার বিকেলে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে ।

ঝিনাইদহে জনি হত্যা মামলার আসামি গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে মোবাইল ব্যবসায়ী জনি হত্যা মামলার একমাত্র ও প্রধান আসামি সজীব আহমেদ অপুকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-
৬। গতরাতে সোমবার (৫ ডিসেম্বর) কুষ্টিয়া জেলার মনহরদি এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতার সজীব আহমেদ অপু হরিণাকুন্ডু উপজেলার আদর্শ আন্দুলিয়া গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে।

র্যাব-৬ এর ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার মো. রাসেল জানান, মোবাইল ব্যবসায়ী জনি হত্যা মামলার পর থেকেই র্যাব আসামি গ্রেফতারে অভিযানে নামে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব জানতে পারে অপু কুষ্টিয়া জেলার মনহরদি গ্রামে অবস্থান করছে। পরে সেখানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এ ঘটনায় যদি আরও কেউ জড়িত থাকে তাদেরকেও গ্রেফতার করা হবে বলেও জানান তিনি।

উল্লেখ্য, জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলা বাজারে নিহত জনির মোবাইলের দোকান আছে। অপু কয়েকদিন আগে ওই দোকান থেকে ৬১ হাজার টাকা মূল্যের দুটি মোবাইল বাকিতে ক্রয় করে। পাওনা টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে বাকবিতণ্ডের সৃষ্টি হয়। এরই জের ধরে গতকাল সোমবার দুপুরে আসামি অপু দোকানে ঢুকে জনিকে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করে পালিয়ে যায়।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৮ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৮ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার হন। শনিবার (২৬ নভেম্বর) দুপুর থেকে আজ রবিবার (২৭ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার হন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এসব আসামি গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন। পুলিশের একাধিক টিম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে পৃথক দুটি চুরির মামলায় ৫ জন ও মাদক মামলার ১ আসামি এবং গাংনী থানা পুলিশের অভিয়ানে ডাকাতি মামলায় ১ ও নিয়মিত মামলায় ১ জন আসামি রয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৫ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার অভিযান মাদক ও নারী নির্যাতন মামলার ৫ আসামি গ্রেফতার করেছেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, মেহেরপুর সদর থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমণ আইনে দায়ের হওয়া মামলার পলাতক আসামি সামসুল আলম (৫৮)। সামসুল আলম মেহেরপুর সদর থানার রাজনগর গ্রামের মৃতু মসলিম আলীর ছেলে।

তার নামে নারী ও শিশু নির্যাতন দমণ আইনে দায়ের হওয়া সদর থানার মামলা নং ২৮, তারিখ ২৬/১০/২২, জিআর মামলা নং ৩৯০/২২ ইং।

অপর দিকে মাদক মামলার আসামি মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া গ্রামের আব্দুল হামিরে ছেলে রনি হোসেন (৩৬), দুখু আলীর ছেলে রাব্বী হোসেন (৩৫), সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের অজের আলী মেম্বরের (সাবেক) ছেলে জিয়াউল হক (৪২) ও সিরাজুল ইসলামের ছেলে আজাদ আলী (৩৩)।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম সোমবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময় আজ মঙ্গলবার (২২ নভেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রফিকুল ইসলাম বলেন গ্রেফতারকৃতদের আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।